যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৫

১/ বিবিধ

আরবী

سوء الخلق ذنب لا يغفر، وسوء الظن خطيئة تفوح
باطل لا أصل له

وقد أورده الغزالي (3 / 45) جازما بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم وإذا جاز أن يخفى عليه بطلانه من الناحية الحديثية فلست أدري كيف خفي عليه بطلانه من الناحية الفقهية؟! فإن الحديث معارض تمام المعارضة لقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، ولعل في هذا عبرة لمن يتساهلون برواية الأحاديث ونسبتها إليه صلى الله عليه وسلم دون أن يتثبتوا من صحتها على طريقة المحدثين جزاهم الله عن المسلمين خيرا
وهذا الحديث أورده السبكي في " الطبقات " (4 / 162) في فصل الأحاديث التي لم يجد لها إسنادا مما وقع في كتاب " الإحياء "، وأما الحافظ العراقي فإنه استشهد له في تخريجه إياه بالحديث الآتي

বাংলা

১২৫। খারাপ চরিত্র এমন এক গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না আর কু-ধারনা এমন এক ত্রুটি যা দুর্গন্ধ ছাড়ায়।

হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী “আল-ইহইয়া” গ্রন্থে (৩/৪৫) উল্লেখ করেছেন। যদি ধরে নেই যে, এ হাদীসটি হাদীস হিসাবে বাতিল একথাটি তার (গাযালী) নিকট লুক্কায়িত ছিল; তা বোধগম্য। কিন্তু জানি না হাদীসটি ফিকহের দৃষ্টিকোণ

থেকেও যে বাতিল, এ বিষয়টি তার নিকট কীভাবে লুক্কায়িত থাকল?! কারণ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে আয়াত বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ) অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তার সাথে শরীক স্থাপন করাকে, তবে তা ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে চান ক্ষমা করে দিবেন" (সূরা আন-নিসাঃ ৪৮)।

সম্ভবত এর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথিলতা করেন এবং মুহাদ্দিসগণের তরীকায় সহীহ হাদীস হিসাবে সাব্যস্ত না করেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্ধৃতিতে তা বর্ণনা করেন।

সুবকী "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে (৪/১৬২) এ হাদীসটি "আল-ইহ্ইয়া" গ্রন্থের ঐ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যেখানে সেই হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর সনদ নেই।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5386

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন